২১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26.DEC. 1998
পৃঃ ২ কলাম ৩

চকরিয়ায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বন্ধ

লামা সংবাদদাতা ॥ শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম/চাউল প্রদান বন্ধ রহিয়াছে চকরিয়া থানায় ফলে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

থানা শিক্ষা অফিস জানায় চকরিয়া থানার ৬টি ইউনিয়নের ৫৯টি সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট স্কুল স্বল্পব্যয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার মোট ১৩ হাজার ২৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই কর্মসূচীর অধীনে প্রতিমাসে প্রায় ২০০ মেট্রিক টন গম/চাউল দেওয়া হইত। সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৮৫ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতির ভিত্তিতে খাদ্য প্রদান করা হয় বলিয়া প্রতিমাসের বরাদ্দ তালিকায় তারতম্য ঘটে। সর্বশেষ গত মে মাসে এই থানার ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ১৮৯ দশমিক ৭৪৫ টন গম বিতরণ করা হয়। গত জুন মাসে বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে এই থানার কাকারা, ভেওলা মানিকচর ও টৈটং ইউনিয়নের ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-ছাত্রীকে গম দেওয়া সম্ভব হয় নাই। গত জুন মাসে মাত্র ৮৬ টন গম পাওয়ার পর আর কোন বরাদ্দ মিলে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিয়ম মোতাবেক গরীব পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার এই কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিল। এই কর্মসূচীতে তালিকাভুক্ত একক পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীকে মাসিক ১৫ কেজি গম অথবা ১২ কেজি চাউল এবং যৌথ পরিবারের একাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাসিক ২০ কেজি গম অথবা ১৬ কেজি চাউল দেওয়া হইত। খোঁজ-খবর নিয়া জানা যায়, গম/চাউল প্রদান বন্ধ থাকায় প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি হ্রাস পায়। কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রী ঝরিয়া পড়িয়াছে।